শেয়ার বাজার থেকে শেয়ার ক্রয়ের শারীয়াহ নীতিমালা

(এ বিষয়ে ১২ এর অধিক আন্তর্জাতিক শারীয়াহ রেজুলেশন সামনে রেখে বাংলাদেশের বাস্তবতা, শারীয়াহ বৈধতার সীমারেখা ও ছাড়ের (রুখসত) ক্ষেত্রে তুলনামূলক সতর্কতাপূর্ণ মতামত-সমন্বয় করে প্রস্তুত করা হয়েছে)

EDGE
ASSET MANAGEMENT

মুফতি যুবায়ের আব্দুল্লাহ, (সিএসএএ)
শরীয়াহ নিরীক্ষণ: মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম, (সিএসএএ)

بسم الله الرحمن الرحيم

(এক নজরে শরীয়াহ ইনডেক্স মেথডোলজি)

Business activity screening **(ব্যবসার ধরন ভিত্তিক স্ক্রিনিং)**
১। এমন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা যাবে না যার মৌলিক সেবা বা পণ্য হারাম বা শরীয়াহ পরিপন্থী।
২। এমন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা যাবে না যারা মুসলমানদের ক্ষতি করে।
৩। এমন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা যাবে না যার একমাত্র ব্যবসা সুদ বা গারার ভিত্তিক।
৪। কোম্পানির মেমোরেন্ডামে/গঠনতন্ত্রে হারাম কোন কাজ/বিনিয়োগ/ট্রাঞ্জাকশন করবে-এমন কোন কিছুর ঘোষণা না থাকতে হবে।
৫। কোম্পানী কোনও শারিয়াহ পরিপন্থী লেনদেনে লিপ্ত আছে কি না-তা প্রতিনিয়ত চলমান পর্যবেক্ষণের অধীনে থাকতে হবে। সময়ে সময়ে এ বিষয়ে শরীয়াহ বোর্ডকে আপডেট জানাতে হবে।
৬। উল্লিখিত শর্ত বিদ্যমান থাকার পর কোম্পানির শারিয়াহ Financial screening যথাযথ থাকতে হবে।
৭। সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ বোর্ড -শরীয়াহ বাস্তবতা যাচাই করে যেকোনও কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের ব্যাপারে শরীয়াহ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে।

Financial screening

(অর্থায়ন ভিত্তিক স্ক্রিনিং)

(*সেকেন্ডারী মার্কেট*)

১। সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ:

'কোম্পানির সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ, কোম্পানির শেয়ারের ৩৬ মাসের গড় হিসাবে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন এর ২৫% এর কম থাকতে হবে।

২। একাউন্টস রিসিভেবলস:

কোম্পানির 'একাউন্টস রিসিভেবলস' কোম্পানির শেয়ারের ৩৬ মাসের গড় হিসাবে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন এর ৪৯% এর কম হতে হবে।

৩। সুদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ/বিনিয়োগ:

কোম্পানির নগদ ক্যাশ + সুদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ বা সঞ্চয়ের পরিমাণ (Cash & Interest-bearing securities) কোম্পানির শেয়ারের ৩৬ মাসের গড় হিসাবে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন এর ৩০% এর কম থাকতে হবে।

৪। কোম্পানির হারাম সম্পদ:

কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটের (গ্রস) তুলনায় হারাম উপাদান/সম্পদ ১৫ % এর অধিক হবে না।

৫। সুদ ও অন্য কোনও হারাম আয়ের পরিমাণ:

সুদ ও অন্য হারাম আয় (নিট) রেভিনিউর বিপরীতে ৫% এর কম থাকতে হবে।

৬। পিউরিফিকেশন:

প্রাপ্ত সুদ ও হারাম আয় সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে দিতে হবে। এরপর বাকি অংশ ডিভিডেন্ট হিসেবে ইউনিট হোল্ডারদেরকে প্রদান করা হবে।

৭। ফটকাবাজি (Speculation activity):

ক. নিজেরা অস্বাভাবিক স্পেকুলেশন করবে না।

খ. স্পেকুলেশন হচ্ছে-এমন শেয়ারও ক্রয় করবে না।

Financial screening **(অর্থায়ন ভিত্তিক স্ক্রিনিং)** (*আইপিও*)
১। সুদ ভিত্তিক ঋণ: ক. মূল নির্দেশনা: কোম্পানির সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ তার টোটাল এ্যাসেটে বিপরীতে ২৫% এর অধিক হবে না। খ. কোম্পানির সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ তার টোটাল এ্যাসেটে বিপরীতে ৩৩% এর অধিক হবে না-ক্ষেত্র বিশেষ সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ মতামতের আলোকে সাময়িকভাবে এ মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।
২। যা প্রযোজ্য হবে, যা হবে না: সেকেন্ডারী মার্কেটে আলোচিত ২ ও ৭ নং পয়েন্ট প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া বাকিগুলো প্রযোজ্য হবে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পুঁজিবাজার থেকে শেয়ার ক্রয়ের শরীয়াহ নীতিমালা

(বিস্তারিত)

শারিয়াহ বোর্ড, EDGE আল-আমিন শারিয়াহ কনজিউমার ফান্ড

প্রেক্ষাপট:

১. গত ২৪ জুলাই, ২০২২ ইং তারিখে 'EDGE আল-আমিন শারিয়াহ কনজিউমার ফান্ড'-এর প্রথম শরীয়াহ মিটিং EDGE এর প্রধান প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে নানা শরীয়াহ সিদ্ধান্তসমূহের মাঝে একটি সিদ্ধান্ত এটিও ছিল, শরীয়াহ বোর্ডের পক্ষে শরীয়াহ সদস্য মুফতি যুবায়ের আব্দুল্লাহ হাফি. উক্ত ফান্ড কর্তৃক আইপিও ও সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে শরীয়াহ বোর্ডের পক্ষ থেকে একটি শরীয়াহ নীতিমালা/মেথডোলজি ড্রাফট প্রস্তুত করবেন। এক্ষেত্রে S&P DSEX শারিয়াহ মেথডোলজির পাশাপাশি এ্যাওফিসহ এ বিষয়ে বিশ্বের নানা শরীয়াহ নির্দেশনা/মেথডোলজি সামনে রেখে আমাদের দেশের জন্য উপযোগী ও শরীয়াহর সাথে সমন্বয় করত একটি সমৃদ্ধ শরীয়াহ গাইড লাইন প্রণয়ন করা হবে।

আমরা আশা রাখি, একটি সমৃদ্ধ শরীয়াহ মেথডোলজি তৈরি হলে, সেটি শুধু EDGE এর জন্যই কল্যাণকর হবে না; বরং এ অঙ্গনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হয়ে থাকবে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্যও অনুকরণীয় হবে, ইনশাআল্লাহ।
উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নিম্নে একটি শরীয়াহ মেথডোলজি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরা হল-

মেথডোলজি শিরোনাম:

i. শেয়ারের প্রকৃতি নির্ণয়
ii. ব্যবসার ধরন ভিত্তিক শরীয়াহ স্ক্রিনিং
iii. অর্থায়ন ভিত্তিক শরীয়াহ স্ক্রিনিং
   ক. সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ
   খ. সুদ ভিত্তিক ডিপোজিট/সিকিউরিটিজ/বিনিয়োগ করা
   গ. সুদ বা শরীয়াহ পরিপন্থী আয়ের পরিমাণ
   ঘ. পিউরিফিকেশন মেথডোলজি
iv. তরল এ্যাসেট প্রসঙ্গ
v. ফটকাবাজি প্রসঙ্গে
vi. শেষ কথা

২. শেয়ারের প্রকৃতি: শরীয়াহর আলোকে

শরঈ দৃষ্টিতে একটি কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের অর্থ অন্যান্য সাধারণ ব্যবসায় বিনিয়োগ করে সরাসরি মালিকানায় অংশগ্রহণের মতো নয়। বর্তমান জয়েন্ট স্টক কোম্পানীগুলো মূলত একটি লিগ্যাল এন্টিটি ধারণ করে। এর অস্তিত্ব প্রচলিত শেয়ার মার্কেটে শেয়ার হোল্ডারদের চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র। এসব শেয়ার সরাসরি কোম্পানীর এ্যাসেটে ও লায়ব্যালিটির প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং ঐ লিগ্যাল এন্টিটির মধ্য দিয়ে করে।

الشركة المساهمة بشخصيتها الاعتبارية مستقلة في ذمتها المالية عن المساهمين، والسهم لا يمثل حصة مباشرة في موجودات الشركة، بل في شخصيتها الاعتبارية، وملكيته لتلك الموجودات على سبيل التبعية لملكيته لتلك الشخصية الاعتبارية، وهذا بلاشك أضعف من الملكية المباشرة كما في شركة العنان ونحوها-أبحاث في قضايا (فقهية معاصرة، د.يوسف بن عبد الله الشبيلي، المجلد الثاني، ص ست وثلاثين)

৩. Business activity screening (ব্যবসার ধরন ভিত্তিক স্ক্রিনিং)

এর অধীনে দু' ধরনের কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা যাবে না। যথা-

১. এমন কোম্পানী যার মৌলিক সেবা বা পণ্য হারাম বা শরীয়াহ পরিপন্থী বা মুসলমানদের ক্ষতি করে। যেমন,

- মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্য (হিরোইন-হাশিশ, গাজা-ভাং, বিড়ি-সিগারেট, নেশাকর ড্রাগস ইত্যাদি উৎপাদন, আমদানীকারক ও বিপণনকারী কোম্পানী। (বিপণনকারী, মোড়কজাতকারী, বহনকারী সবই অন্তর্ভুক্ত)
- হালাল নয় এমন গোশত যথা শুকরের গোশত, মৃত পশুর গোশত, আল্লাহর নামে যবাই করা হয়নি এমন হালাল পশুর গোশত ইত্যাদি বিক্রয়, আমদানীকারক বা বিপণনকারী কোম্পানী।
- অনৈতিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। যেমন, পতিতালয়। পাবস, ডিসকো, ক্যাসিনো, হাউজিং, পর্ণোগ্রাফি, অবৈধ কাজ হয় এমন হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট ইত্যাদি।
- বাংলাদেশে প্রচলিত নানা বিনোদনমূলক ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা। যেমন, টিভি চ্যানেল, রেডিও চ্যানেল, সিনেমা, মিউজিক ইত্যাদি।
- ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতি করে এমন কোন কাজে লিপ্ত থাকা কোম্পানী। যদিও তার প্রডাক্ট হালাল হয়।

২. এমন কোম্পানী যার একমাত্র বা মৌলিক ব্যবসা সুদ, গারার ভিত্তিক । যেমন, সুদী ব্যাংক, সনাতনী বীমা কোম্পানী। এমএলএম বা এ ধরনের গারার ও অন্যান্য শরীয়াহ পরিপন্থী ভিত্তিক কোম্পানী।

এছাড়া যেসব কোম্পানীর প্রডাক্ট হালাল বা অধিকাংশ হালাল, ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করে না বলে প্রবল ধারণা হয়-এমন কোম্পানির শেয়ার করা যাবে । তবে শর্ত হল তার শরীয়াহ একাউন্ট স্কিনিংও

যথাযথ থাকতে হবে (সামনে তা উল্লেখ করা হল)। পাশাপাশি কোম্পানির মূল দলিলে হারাম কোনও কাজও করবে-এমন কোনও কিছুর ঘোষণা না থাকতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, কোম্পানী কোনও শরীয়াহ পরিপন্থী কারবারে লিপ্ত আছে কি না-তা সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ও শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক প্রতিনিয়ত অন গোয়িং রিভিউ প্রসেসিং এর অধীনে থাকতে হবে। এখানে স্পষ্ট উল্লেখ হয়নি, তদুপরি সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ বোর্ড শরীয়াহ সাংঘর্ষিক মনে করলে শরীয়াহ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবেন।

৪। Financial screening **(অর্থায়ন ভিত্তিক স্ক্রিনিং)**

৪.০১. সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ প্রসঙ্গে:

সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহন সম্পূর্ণ নাজায়েয। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে যেসব কোম্পানী মৌলিকভাবে হালাল পণ্য ও সেবার ব্যবসায় জড়িত, কিন্তু সুদের ভিত্তিতেও ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে, এমন কোম্পানীগুলোর ব্যাপারে বর্তমান শরীয়াহ স্কলারগণের দু'ধরনের মতামত রয়েছে। ইসলামী ফিকাহ একাডেমি মক্কা[1], আল-লাজনাতুত দাইমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা[2], কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ শারিয়াহ বোর্ড[3], কুয়েত ওয়াকফ মন্ত্রনালয়ের অধীন পরিচালিত অনলাইন ভিত্তিক বিখ্যাত ফতোয়ার সাইট মারকাযুল ফাতাওয়া[4]-তাঁদের সকলের শরীয়াহ সিদ্ধান্ত হল-এমন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা বৈধ হবে না। কারণ, সুদী কাজে সহযোগিতা করা হয়[5]।

অপরদিকে বিশ্বব্যাপী ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রনয়নকারী প্রতিষ্ঠান AAOIFI এর শরীয়াহ বোর্ড, আল-রাজেহী ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ড, সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ (CSBIB) ও শাইখ মুস্তফা যারকা রহ., মুফতি তাকী উসমানী হাফি.সহ প্রমুখ শরীয়াহ স্কলারগণ এক্ষেত্রে কিছু শর্তে এমন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করাকে বৈধ বলেছেন। (রেফারেন্স সামনে উল্লেখ হয়েছে)

[1] চতুর্থ সেমিনার, ২১/১/১৯৯৫ইং।

[2] খ.১৩, পৃ.৩২৩, ৪০৭, ফতোয়া নং: ১৮৪৯৪, ৭৪৬৮।

[3] আল-আসহুমিল মুখতালিতা, পৃ.৫২।

[4] ফতোয়া নং: ৭৯২৯৫, প্রকাশ: ২৯/১১/২০০৬ইং, অন লাইন লিংক: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=79295

[5] প্রকাশ থাকে যে, এ মতের প্রবক্তাদের মাঝে কেউ কেউ ইসলামী ফিকহ একাডেমি, জিদ্দাহ-এর কথাও যুক্ত করেন। তবে বাস্তবে তাঁরা প্রথম দিকে এ সিদ্ধান্ত প্রদান করলেও পরবর্তীতে তা মওকুফ করে দেন। আরও গবেষণার জন্য রেখে দিয়েছেন। (বিস্তারিত দেখুন-কারারাতু মাজমাউ ফিকহিল ইসলামী)

এক্ষেত্রে তাঁরা قاعدة عموم البلوى، ورفع الحرج، قاعدة الحاجة، مصالح مرسلة ইত্যাদি শরীয়াহ নীতির আলোকে একে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করেছেন। (বিস্তারিত দেখুন-আল-রাজেহী শরীয়াহ রেজুলেশন সমগ্র, পৃ. ১০৮, আবহাছ কাযায়া মালিয়্যা মুআসারাহ, ড. শুবাইলী, ২/৩৩)

এ পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে সবচেয়ে ভারসাম্য মতামত হল-মৌলিকভাবে এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা যাবে। কারণ, এ ধরনের শেয়ারের প্রকৃতি শিরকাতুল ইনানের মতো নয়। তবে এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি পদক্ষেপ ধাপে ধাপে গ্রহণ করতে হবে। যথা-

১) প্রথমে চেষ্টা করবে এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতে যারা সুদী লোনের সাথে জড়িত নয়। এ জন্য নানা অনুসন্ধান ও চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। একান্ত না পাওয়া গেলে 'হাজাহ' নীতির ভিত্তিতে কেবল সাময়িকভাবে এ ধরনের কোম্পানিতে বিনিয়োগ বৈধ হবে।

২) দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিমাণ বিবেচনায় নিবে। এ বিষয়ে শরীয়াহ বোর্ডসমূহের নানা মতামত রয়েছে। উল্লেখযোগ্য ১৩টি আন্তর্জাতিক মতামত নিম্নোক্ত টেবিলে তুলে ধরা হল-

ক্র.নং	শরীয়াহ বোর্ড	পরিমাণ	তুলনা
০১	এস এন্ড পি (আর আই) (ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ)	৩৩%	কোম্পানির শেয়ার/ইক্যুয়িটির মার্কেট ভ্যালু (মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন) এর ৩৩% এর কম থাকতে হবে (৩৬ মাসের গড় হিসাবে)
০২	সি এস ই (থাসিস)	৩৩%	কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটে বিপরীতে ৩৩% এর মধ্যে থাকতে হবে।
০৩	এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ড (স.২১, ধ.৩/৪/২)	৩০%	কোম্পানির সকল শেয়ারের Market Cap এর তুলনায়।
০৪	শরীয়াহ এ্যাডভাইজরি কাউন্সিল, মালয়েশিয়া	৩৩%	কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটে বিপরীতে ৩৩% এর নিচে থাকতে হবে।
০৫	আল-রাজেহী, শরীয়াহ বোর্ড (রেজুলেশন নং:৪৮৫)	২৫%	কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটে বিপরীতে ২৫% এর অধিক হবে না।
০৬	সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোড ফল ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ (২৭ ও ২৮তম অধিবেশন)	এক চতুর্থাংশ (২৫%)	কোম্পানির মোট মূলধনের এক চতুর্থাংশের বেশি হতে পারবে না।[6]

[6] 'কোম্পানির মূলধন'-এর কথা কেন বলা হয়েছে-বোধগম্য নয়। হয় এ্যাসেটের কথা আসবে, অথবা ইক্যুয়িটির মার্কেট ভ্যালু।

০৭	ইউরোপিয়ন কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চ (The European Council for Fatwa and Research (ECFR))	এক তৃতীয়াংশ	কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটের বিপরীতে এক তৃতীয়াংশের অধিক হবে না।
০৮	Al Meezan Investment Management Limited (Meezan Islamic Fund-PK)[7]	৩৭ শতাংশ	কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটের বিপরীতে ৩৭% এর নিচে থাকতে হবে।
০৯	Dow Jones Islamic Market Indices (March 2022) গ্লোভাল (আর আই)	৩৩ শতাংশ	কোম্পানির শেয়ার/ইক্যুয়িটির মার্কেট ভ্যালু (মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন) এর ৩৩% এর কম থাকতে হবে (২৪ মাসের গড় হিসাবে)
১০	S&P Shariah Indices (July 2022) গ্লোভাল (আর আই)	৩৩ শতাংশ	কোম্পানির শেয়ার/ইক্যুয়িটির মার্কেট ভ্যালু (মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন) এর ৩৩% এর কম থাকতে হবে (৩৬ মাসের গড় হিসাবে)
১১	MSCI ISLAMIC INDEX SERIES METHODOLOGY (May 2019)[8]	৩৩.৩৩ শতাংশ	মাকেট ক্যাপ অনুযায়ী কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটের তুলনায়।
১২	FTSE Shariah Index[9]	৩৩ শতাংশ	কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটের বিপরীতে ৩৩% এর নিচে থাকতে হবে।
১৩	STOXX® EUROPE ISLAMIC INDEX	৩৩ শতাংশ	কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটের মার্কেট ক্যাপ এর ৩৩% এর নিচে থাকতে হবে।

উৎস: সংশ্লিষ্ট মুদ্রিত শরীয়াহ রেজুলেশন

[7] এটি পাকিস্তানের একটি শরীয়াহ ভিত্তিক এ্যাসেট ম্যানেজম্যান্ট/মিউচুআল ফান্ড কোম্পাানি। ১৯৯৫ সনে পাকিস্তানে শরীয়াহ ভিত্তিক এ্যাসেট ম্যানেজম্যান্ট কোম্পানি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর স্পন্সরদের মাঝে পাকিস্তানের মিযান ব্যাংক অন্যতম। এর ৬৫ শতাংশ শেয়ার মিযান ব্যাংকের। যার শরয়িাহ বোর্ডের চেয়ারম্যান মুফতি তাকী উসমানী দা.বা.। সংক্ষেপে একে Meezan Islamic Fund ও বলে। তাদের শরীয়াহ মেথড স্বাভাবিকভাবেই মিযান ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক সত্যায়িত হবে।

[8] একটি আমেরিকান ফাইন্যান্স কোম্পানি যার সদর দপ্তর নিউ ইয়র্ক সিটিতে। MSCI ইক্যুইটি, স্থির আয়, রিয়েল এস্টেট সূচক, বহু-সম্পদ পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ সরঞ্জাম, ESG এবং জলবায়ু পণ্যগুলির একটি বিশ্বব্যাপী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। তাদের নিজস্ব শরীয়াহ এ্যাডভাইজরি কমিটি আছে। তাঁরাই মূলত এই মেথড তৈরি করেছেন।

[9] এটি মূলত লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত নানা কোম্পানির শেয়ার সূচক প্রকাশ করে থাকে।প্রতিষ্ঠানটি লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ গ্রুপের পূর্ণ সহযোগী (সাবসিডিয়ারী)প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সনে প্রথম তারা ইনডেক্স প্রকাশ তাদের অফিসিয়াল ওয়েব : https://www.ftserussell.com/ FTSE দ্বারা বোঝানো হয়- Financial Times Stock Exchange। তাদেরকে ইনফরমাল "Footsie বা ফটুসি-ও বলা হয়। তাদের শরীয়াহ ইনডেক্স মেথড তৈরি করে দিয়েছে-আন্তর্জাতিক শরীয়াহ কনসালটেন্সি ফার্ম 'ইয়াসার শরীয়াহ কনসালটেন্সি ফার্ম'। তাদের অফিসিয়াল ওয়েসব সাইট: http://www.yasaar.org/home.php

এখানে লক্ষ্যণীয়:

'তুলনার' ক্ষেত্রে তিন ধরনের তুলনা উঠে এসেছে। এক. কোম্পানির টোটাল এ্যাসেট। দুই. ইক্যুয়িটির মার্কেট ক্যাপ। এ দুটির মাঝে অধিক সতর্কতা মূলত টোটাল এ্যাসেট তুলনায়। ধরুন-কোম্পানির টোটাল এ্যাসেট ভ্যালুয়েশন = ১০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এর মার্কেট ক্যাপ = ১২ লক্ষ টাকা। তাহলে ১২ লক্ষ টাকার ৩৩ % প্রায় ৪ লক্ষ টাকা হবে। অপরদিকে ১০ লক্ষ টাকার ৩৩% হবে ৩ লক্ষ থেকে কিছু বেশি। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে-সুদ ভিত্তিক ঋণকে অনুৎসাহিত করতে টোটাল এ্যাসেটের 'তুলনা' অধিক অগ্রগণ্য।

তিন. মূলধন 'তুলনা'। মুলধন শব্দটি ব্যাপক। একে ব্যাপক অর্থে নিলে-টোটাল এ্যাসেটের সাথে এর তেমন পার্থক্য হয় না।

সার্বিক বিচার বিশ্লেষণের পর-আমাদের বিবচেনায় এক্ষেত্রে আল-রাজেহী শরীয়াহ বোর্ডের বক্তব্য তুলনামূলক অগ্রগণ্য। অর্থাৎ কোম্পানির সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ তার টোটাল এ্যাসেটে বিপরীতে ২৫% এর অধিক হবে না। কারণ এতে রেশিও কম আছে। তুলনাও করা হয়েছে টোটাল এ্যাসেটের সাথে।

প্রকাশ থাকে যে, প্র্যাকটিশনারদের সাথে আলোচনা করে জানা গিয়েছে, আমাদের দেশে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটম্যান্টে এ্যাসেটের ক্রয় মূল্যে ভ্যালুয়েশন ও বর্তমান মূল্যে ভ্যালুয়েশন উভয়টি অনুমোদিত। তাই অনেক কোম্পানির ক্ষেত্রে টোটাল এ্যাসেটের ভ্যালুয়েশন আপডেট না থাকার কারণে টোটাল এ্যাসেটে বিপরীতের রেশিও প্রকৃত নাও হতে পারে।

এক্ষেত্রে কোম্পানির সকল শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু (মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন) এর রেশিও উল্লেখ করা যেতে পারে। আর স্পেকুলেশন থেকে বাঁচার জন্য ৩৬ মাসের গড় হিসাবে করা যেতে পারে। এ হিসাবে-আমাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে-সবচেয়ে ভারসাম্য মত হল-

'কোম্পানির সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ, কোম্পানির শেয়ার/ইক্যুয়িটির মার্কেট ভ্যালু (মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন)এর ২৫% এর কম থাকতে হবে (৩৬ মাসের গড় হিসাবে)।

(শতাংশের পরিমাণ নেয়া হয়েছে-আল রাজেহী শরীয়াহ বোর্ড থেকে, আর 'তুলনা' নেয়া হয়েছে এসএন্ডপি থেকে-ভারসাম্য তৈরির জন্য)

উল্লেখ্য যে, আইপিও শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির ঋণ গ্রহণ বিষয়ক আলোচনা সামনে আসবে।

আরও উল্লেখ্য যে, এখানে শুধুমাত্র সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। শারিয়াহ সম্মত পদ্ধতিতে কোন কোম্পানি বিনিয়োগ গ্রহণ করলে তা উল্লেখিত হিসাবের বাহিরে থাকবে।

৩) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শর্ত অনুসরণ করা। এর অধীনে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রযোজ্য হবে-

- কোম্পানির এজিএম-এ অথবা অন্য কোনও লিগ্যাল (আইনানুগ) পন্থায় সুদী ঋণ গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে এবং তা থেকে বিরত থাকার প্রতি আহবান জানাবে।
- শেয়ারের মালিকানা যদি এ পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হয়, বোর্ড সিদ্ধান্তে তার কথার প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে সামান্যতম সুদী লেনদেনেরও অনুমোদন দেয়া যাবে না। সাধারণত যার নির্বাহী বোর্ডের সদস্যপদ রয়েছে। অথবা যার কোন কিছু বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে। তাদের জন্য সুদের কোনও কিছু অনুমোদন করা বৈধ নয়। এমনটি হলে সেটি পাপ কাজে সহায়তা বলে বিবেচিত হবে।
- পূর্বোক্ত যাবতীয় নির্দেশনা অনুসরণ সত্ত্বেও সুদ যেহেতু কঠিনভাবে নিষিদ্ধ, তাই তাকওয়ার দাবি- পারতপক্ষে এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ না করা।
- সুদ ভিত্তিক ঋণগ্রহণ থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদকে ইমেইল করা।

৪.০২. সুদ ভিত্তিক ডিপোজিট/সিকিউরিটিজ/বিনিয়োগ করা প্রসঙ্গে:

এক্ষেত্রে পূর্বে আলোচিত 'সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের আলোচনা' প্রায় হুবহু প্রযোজ্য। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও দু' ধরনের মতামত রয়েছে। আমাদের বিবেচনায় মৌলিকভাবে এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতে অসুবিধা নেই। তবে এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ধাপসমূহ ও সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ/নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। এ ব্যাপারেও শরীয়াহ মেথডোলজির রকমফের রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল-

ক্র.নং	শরীয়াহ বোর্ড	পরিমাণ	তুলনা +বিবরণ
০১	এস এন্ড পি (আর আই) (ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ)	৩৩%	কোম্পানির নগদ ক্যাশ + সুদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ বা সঞ্চয়ের পরিমাণ (Cash & Interest bearing securities) কোম্পানির টোটাল ইক্যুয়িটির মার্কেট ভ্যালু (মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন) এর ৩৩% এর কম থাকতে হবে (৩৬ মাসের গড় হিসাবে)। সুদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ দ্বারা বোঝানো হয়েছে-হাতে থাকা নগদ ক্যাশ,সুদী ব্যাংকে থাকা ক্যাশ, তিন মাসের ডিপোজিট, স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ, যা বিক্রয়ের জন্য করা হয়েছে, স্বল্পমেয়াদী সরকারী বন্ড, নন-শরীয়াহ মিউচুয়াল ফান্ড ও অন্যান্য ইকুয়িটি ফান্ডে কৃত ইনভেষ্ট যা বিক্রয়ের জন্য করা হয়েছে। তবে ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট এর অন্তর্ভুক্ত নয়।
০২	এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ড (স.২১, ধ.৩/৪/২)	৩০%	সুদ ভিত্তিক ডিপোজিটের গড় পরিমাণ কোম্পানির সকল শেয়ারের Market Cap এর তুলনায় ৩০ % এর অধিক হতে পারবে না।

০৩	Al Meezan Investment Management Limited (Meezan Islamic Fund-PK)	৩৩ শতাংশ	শরীয়াহ পরিপন্থী ইনভেষ্টম্যান্ট + সিকিউরিটিজ: কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটের বিপরীতে ৩৩% এর নিচে থাকতে হবে।
০৪	Dow Jones Islamic Market Indices (March 2022) গ্লোবাল (আর আই)	৩৩ শতাংশ	Cash & Interest bearing securities: কোম্পানির শেয়ার/ইক্যুয়িটির মার্কেট ভ্যালু (মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন) এর ৩৩% এর কম থাকতে হবে (২৪ মাসের গড় হিসাবে)।
০৫	S&P Shariah Indices (July 2022) গ্লোবাল (আর আই)	৩৩ শতাংশ	কলাম ০১ এর মতো।
০৬	MSCI ISLAMIC INDEX SERIES METHODOLOGY (May 2019)	৩৩.৩৩ শতাংশ	Cash & Interest bearing securities: মাকেট ক্যাপ অনুযায়ী কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটের তুলনায়।
০৭	FTSE Shariah Index	৩৩ শতাংশ	Cash & Interest bearing securities: কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটের বিপরীতে ৩৩% এর নিচে থাকতে হবে।

উৎস: সংশ্লিষ্ট মুদ্রিত শরীয়াহ রেজুলেশন

লক্ষ্যণীয়:

-এই রেশিওটি উল্লেখ করা না করার মাঝে দুটি মতামত আছে। কেউ উল্লেখ করেননি। যেমন, আল-রাজেহী শরীয়াহ বোর্ড। আবার অনেকে উল্লেখ করেছেন। যারা উল্লেখ করেছেন, তাদের মাঝে তিন ধরনের মতামত রয়েছে। কেউ শুধু সুদী ব্যাংক ডিপোজিটের কথা আলাদা করে বলেছেন। যেমন, এ্যাওফি। কেউ শুধু নন-শরীয়াহ ইনভেষ্টম্যান্ট ও সিকিরিটিজ এর কথা বলেছেন। যেমন, মিযান। তবে যারা বলেছেন, তাদের অধিকাংশরাই বলেছেন- Cash & Interest bearing securities এর কথা।

যারা মোটেও বলেননি-তারা শুধু আয়ের পরিমাণের কথা বলেছেন। (সামনে তা উল্লেখ হয়েছে)। তাঁরা চিন্তা করেছেন-শুধু ডিপোজিট/বিনিয়োগ/সিকিউরটিজ মূল বিষয় নয়। দেখতে হবে-সেখান থেকে সুদ বাবদ আয়

কি পরিমাণ আসছে। অথবা বলুন-আয় হিসাব করা মানেই নন-শরীয়াহ ডিপোজিট বা সিকিউরিটিজ বা বিনিয়োগ হিসাবে নেয়া। দুটি ফলাফলের বিবেচনায় প্রায় এক। (কিছু পার্থক্য কখনও হতে পারে)।

অপরদিকে এ্যাওফি (সম্ভবত) চিন্তা করেছে-ডিপোজিটের পরিমাণও বিবেচনার দাবি রাখে। কারণ এতে সর্বাস্থায় সুদী ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করা হচ্ছে। হাঁ, এ্যাওফি সাথে এটিও স্পষ্ট করেছে-সুদ ভিত্তিক ডিপোজিট যে পরিমাণেই হোক-তা হারাম। '৩০ % এর অধিক হতে পারবে না' এর অর্থ এ নয় যে, এ পরিমাণ সুদ ভিত্তিক ডিপোজিট বৈধ। বরং এর অর্থ হল-এতটুকু হলে-এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয় অঅনুমোদিত হবে না। তাঁরা আরও বলেছেন-হারাম ইনকাম আসলে তা দান করে দিতে হবে (সামনে আসছে)।

এক্ষেত্রে সার্বিক বিবেচনায় অধিক ভারসাম্য মেথড, ঢাকা এস এন্ড পি-এর মেথড। কারণ এস এন্ড পি-এর মেথড অনুসারে সব ধরনের Interest bearing securities এক সাথে হিসাব করা হয়। পাশাপাশি (সুদ ভিত্তিক) ডিপোজিটও অন্তর্ভুক্ত হয়। এর সাথে নগদ/ক্যাশ যুক্ত করায়-সুদ ভিত্তিক বিনিয়োগ-এ ওয়েটেজ সৃষ্টি হয়েছে। যা তাকে হ্রাস করতে সহায়তা করবে।

সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় এস-এন্ড পি-ঢাকার কথা নেয়া যায়। অর্থাৎ কোম্পানির নগদ ক্যাশ + সুদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ বা সঞ্চয়ের পরিমাণ (Cash & Interest bearing securities) কোম্পানির টোটাল ইক্যুয়িটির মার্কেট ভ্যালু (মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন) এর ৩০% এর কম থাকতে হবে (৩৬ মাসের গড় হিসাবে)। (মূল নেয়া হয়েছে এস এন্ড পি থেকে, রেশিও নেয়া হয়েছে এ্যাওফি থেকে)

(তবে এর অর্থ এ নয়-এ পরিমাণ সুদ ভিত্তিক ক্যাশ/সিকিউরিটিজ বৈধ। বরং স্বল্প পরিমাণেও হলেও সুদী চুক্তি বৈধ নয়)

উল্লেখ্য এখানে শুধুমাত্র সুদ ভিত্তিক ক্যাশ/সিকিউরিটিজ এর কথা বলা হয়েছে। শারিয়াহ সম্মত পদ্ধতিতে কোন কোম্পানি বিনিয়োগ করলে তা উল্লেখিত হিসাবের বাহিরে থাকবে।

আরও উল্লেখ্য, উক্ত ৩৬ মাসের গড় হিসাব করতে হবে-যখন হিসাব করা হবে, তখন থেকে পেছনের ৩৬ মাসের।

৪.০৩. সুদ বা শরীয়াহ পরিপন্থী আয়ের পরিমাণ

সুদ বা অন্য কোন হারাম আয় সম্পূর্ণ নাজায়েয। এ ধরনের হারাম ইনকামে সম্পৃক্ত হওয়া বৈধ নয়। তাই যেসব কোম্পানি এ ধরনের কোনও কার্যক্রমে সম্পৃক্ত আছে, তাদের স্টক ক্রয় করা যাবে না-এ সিদ্ধান্তই মূল সিদ্ধান্ত। রাবেতা আ'লামিল ইসলামির ফিকহ একাডেমী প্রমুখ এমন সিদ্ধান্ত-ই প্রদান করেছেন। এ সিদ্ধান্ত যে সর্বাধিক সঠিক-এতে সন্দেহ নেই।

তবে দেশের সার্বিক ব্যবসায় কাঠামো, অর্থনৈতিক পরিবেশ শরীয়াহবান্ধব না হওয়ায় বৈধ কোম্পানিগুলোও প্রাসঙ্গিক নানা ব্যবসায়ী কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে যায়, যেখান থেকে নন-কম্প্লায়েন্ট ইনকাম এসে যায়। এহেন মুহূর্তে আপদকালীন পরিস্থিতির বিবেচনায় সময়ের আরেক দল ফকীহ সাময়িকভাবে কিছুটা শিথিলতার পথ গ্রহণ করেছেন। তবে এ শিথিলতা কেবল স্টক ক্রয় করার বৈধতা পর্যন্ত। সুদ বা হারাম আয় ভোগের ক্ষেত্রে নয়।

বর্তমান সময়ে অর্থনীতির নাজুক পরিস্থিতির বিবেচনায় সাময়িকভাবে এ মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে অবশ্যই সামগ্রিক ইসলামী অর্থনীতি বান্ধব পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় গণমানুষ থেকে শুরু করে শাসক শ্রেণী পর্যন্ত আমাদের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে। শুধু সাময়িক ব্যবস্থাপত্রে সন্তুষ্ট হয়ে থাকার সুযোগ নেই। আবারও বলছি-এগুলো কেবল সাময়িক সিদ্ধান্ত। ইসলামের মূল ও সৌন্দর্য্য নয়।
এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মেথডসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল-

ক্র.নং	শরীয়াহ বোর্ড	হারাম ইনকাম পরিমাণ	তুলনা
০১	আল-রাজেহী ব্যাংক	সুদ বা অন্য কোন হারাম আয় ৫ % এর অধিক না হতে হবে।	কোম্পানির গ্রোস ইনকামের তুলনায়
		সুদ বা অন্য কোন হারাম সম্পদ/উপাদান ১৫ % এর অধিক না হতে হবে।	কোম্পানির যাবতীয় এ্যাসেটের (গ্রোস) তুলনায়
০২	সি এস ই (থাসিস)	সুদ বাবদ আয় ৪ % এর মধ্যে থাকতে হবে।	কোম্পানির টোটাল ইনকামের বিপরীতে
		সুদ বাবদ আয় সর্বোচ্চ ৯% এর মধ্যে থাকতে হবে।	মিউচুয়াল ফান্ড ও প্রিফারেন্স শেয়ারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে

০৩	এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ড (স.২১, ধ.৩/৪/২)	সুদ বা অন্য কোন হারাম আয় ৫% এর অধিক হবে না।	কোম্পানির গ্রোস প্রফিট এর তুলনায়
০৪	শরীয়াহ এ্যাডভাইজরি কাউন্সিল, মালয়েশিয়া	সুদ বা অন্য কোন হারাম আয় ৫% এর কম হতে হবে।	কর পূর্ব কোম্পানির গ্রোস প্রফিট এর তুলনায়
০৫	ইউরোপিয়ন কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চ (The European Council for Fatwa and Research (ECFR))	সুদ বাবদ আয় ৫ শতাংশের অধিক না হতে হবে।	কোম্পানির নিট প্রফিট এর তুলনায়
		অন্যান্য অবৈধ আয় ১০ শতাংশের অধিক না হতে হবে।	কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটের তুলনায়
০৬	FTSE Shariah Index	৫%	শরীয়াহ পরিপন্থী আয় বা সুদ আয় টোটাল রেভিনিউ-এর ৫% এর অধিক হবে না।
০৭	মিযান	৫%	শরীয়াহ পরিপন্থী আয় টোটাল রেভিনিউ (গ্রস ও অন্যান্য ইনকাম যদি থাকে)-এর ৫% এর কম হতে হবে।

উৎস: সংশ্লিষ্ট মুদ্রিত শরীয়াহ রেজুলেশন

পর্যালোচনা:

প্রথম কথা, সুদ ও হারাম বাবদ আয়-প্রায় সকলেই বলেছেন ৫ % এর অধিক যেন না হয়। তবে সাধারণ ব্যাংকিং সুদের ব্যাপারে থাসিস বলেছেন-৪% এর মধ্যে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা সব ধরনের সুদী আয় ৫ % এর কম হতে হবে-এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। প্রকাশ থাকে যে, কেউ বলেছেন-৫% এর অধিক যেনো না হয়। আমাদের বিবেচনায় ৫% এর কম যেনো থাকে-অগ্রগণ্য।

দ্বিতীয় কথা, ‘তুলনা’। এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত এর ‘তুলনা’ হবে-কোম্পানির ইনকাম বা আয়ের সাথে। এই আয় ‘নিট’ হবে, নাকি ‘গ্রস’ হবে-এ নিয়ে দু’ধরনের মত রয়েছে। কেউ নিট এর কথা বলেছেন। কেউ গ্রস এর কথা বলেছেন।

সাধারণত-গ্রস ইনকাম বলা হয়-পরিচালন মুনাফাকে। ভ্যাট বাদ দেয়ার আগে যে মুনাফা হিসাব করা হয়, সেটি গ্রস ইনকাম। অপরদিকে ফাইন্যান্সিয়াল অডিট রিপোর্টে ভ্যাট বাদ দেওয়ার পর সামগ্রিকভাবে যে আয় বের হয়ে আসে, সেটি নিট ইনকাম। ধরুন-কোম্পানির যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে প্রাথমিক মুনাফা বের হল-

১০০ টাকা। ভ্যাট বাদ দেয়া হলে দাঁড়াবে ৮০ টাকা। ১০০ টাকার ৫ % হয়, ৫ টাকা। অপরদিকে ৮০ টাকার ৫ % হয়, ৪ টাকা। তাহলে সুদী আয় হ্রাস করার বিবেচনায় নিট ইনকামের হিসাব অধিক অগ্রগণ্য হবে। এতে সুদ বাবদ ইনকামের পরিমাণ কমে আসবে। সুতরাং এক্ষেত্রে তুলনামূলক সতর্কতামূলক মতামত হল নিট আয়েরে সাথে হিসাব করা।

উল্লেখ্য, এখানে নিট মুনাফা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ভ্যাট বাদ দেওয়ার পর ফাইনান্সিয়াল অডিট রিপোর্টে যে মুনাফা উল্লেখ করা হয় । ট্যাক্স বাদ দেওয়ার বিষয়টি এখানে অন্তর্ভুক্ত নয়।

আরও উল্লেখ্য, আল-রাজেহী ব্যাংক কোম্পানির যাবতীয় এ্যাসেটের (গ্রোস) তুলনায় হারাম উপাদান/সম্পদ ১৫ % এর অধিক না হতে হবে-মর্মে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তাও অগ্রগণ্য হবে।

সুদ ছাড়া অন্য কোনও হারাম আয়, সাধারণত আমাদের দেশে সুদ বাবদ হারাম আয় ছাড়া অন্য কোনও হারাম সম্পদ খুব একটা থাকে না। তদুপরি এক্ষেত্রে আমাদের সার্বিক বিবেচনায়-এ্যাওফিসহ অন্যরা ৫% এর যে কথা বলেছেন, তা অগ্রগণ্য হবে। তবে সেটি কোম্পানির নিট আয়ের বিপরীতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে ঢাকা এস এন্ড পি (আর আই)সহ ইউরোপের মেথডসমূহে কোনও রেশিও থাকার কথা বলা হয়নি। তারা একে সরাসরি পিউরিফিকেশনে নিয়ে গেছেন। রেশিও অব নন-কমপ্লায়েন্ট ইনকামের ভলিয়ম যাই হোক। এটি আমাদের কাছে অগ্রগন্য নয়।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী ধারার বিনিয়োগ খাত থেকে প্রাপ্ত আয় উপরোল্লিখিত কোন মেথলোজি স্ক্রনিং-এ আনা হয়নি। বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের দেশে প্রচলিত ইসলামী ধারার বিনিয়োগ খাত (ইসলামী ব্যাংকে ডিপোজিট, সুকুক, ইসলামিক সিকিউরিটিজ ইত্যাদি) থেকে প্রদত্ত মুনাফা এক কথায় হালাল ইনকামের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা এসব প্রতিষ্ঠান কি পরিমাণ শরিয়াহ পরিপালন করছে- এ ব্যাপারে দৃশ্যমাণ নির্ভরযোগ্য কোনও প্রতিবেদন বা রিপোর্ট বা জরিপও নেই। এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনেকে স্বীকার করেন, তারা শরীয়াহ পরিপালনের চেষ্টা করছেন, কিন্তু বিচ্যুতিও থেকে যাচ্ছে। সকল ক্ষেত্রে যথাযথভাবে শরীয়াহ অনুসরণ করে বিনিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে-এমন নিশ্চয়তা তারা নিজেরাও দিতে পারেন না। তাছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতাও তাই বলে। এসব সার্বিক বিষয় সামনে রেখে, সতর্কতা হিসেবে এদেশের প্রচলিত ইসলামী ধারার বিনিয়োগ খাত (ইসলামী ব্যাংকে ডিপোজিট, সুকুক, ইসলামিক সিকিউরিটিজ) থেকে যে রিভিনিউ আসে তা সন্দেহ পূর্ণ হওয়ার কারণে শারিয়াহ অ-অনুমোদিত ইনকামের অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। এটা সাময়িক সিদ্ধান্ত। পরবর্তীতে অবস্থার উন্নতি হলে কিংবা ব্যতিক্রম কিছু প্রমাণিত হলে শারিয়াহ বোর্ড ভিন্ন মতামত প্রকাশ করবে।

সারকথা, *কোম্পানির সুদ বা অন্যান্য শরীয়াহ পরিপন্থী আয় এবং ইসলামী ধারার বিনিয়োগ খাত থেকে আয় কোম্পানির টোটাল (নিট) রেভিনিউর বিপরীতে ৫% এর কম থাকতে হবে। পাশাপাশি কোম্পানির যাবতীয় এ্যাসেটের (গ্রস) তুলনায় কোন হারাম উপাদান/সম্পদ ১৫ % এর অধিক না হতে হবে।*

৪.০৪. সুদ বা শরীয়াহ পরিপন্থী আয় থেকে পিউরিফিকেশন

এ ব্যাপারে কারো কোনও দ্বিমত নেই, লব্ধ সুদ বাবদ বা হারাম আয় সম্পূর্ণরূপে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে দিতে হবে। মিউচুআল ফান্ডের ক্ষেত্রে-সুদ ও হারাম আয় মোট ডিভিডেন্ডের থেকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ইউনিট বিনিয়োগদাতাদেরকে প্রদান করবে।

এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় হল-

ক. উক্ত দানের পেছনে প্রতিষ্ঠানের কোন প্রকার বিজ্ঞাপন, প্রচারণা বা অন্য কোনভাবে স্বার্থ উদ্ধার মূলক কাজ করা যাবে না।

খ. অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্যালেন্স শিট দেখে সুদের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা এস এন্ড পি যে তালিকা প্রকাশ করে, শুধু তার উপর নির্ভর না করে, বরং যথাসম্ভব নিজেরাও ঘাঁটাঘাঁটি করে এর বাস্তবতা যাচাই করে নিতে হবে।

গ. ব্যালেন্স শীট (ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক) প্রকাশ হওয়ার আগেই কোন বিনিয়োগদাতা তার বিনিয়োগ উত্তলন করে নিলে, তার ক্ষেত্রে তখন পিউরিফিকেশন নীতি প্রয়োজ্য হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে হারাম অংশের পরিমাণ জানা সম্ভব নয়। তবে পরবর্তীতে প্রকাশ হওয়ার পর এ্যাসেট ম্যানেজম্যান্ট কোম্পানি তা জানিয়ে দিবে। এটি তার দায়িত্ব। যেনো জানার পর পিউরিফিকেশন করা সম্ভব হয়।

এছাড়া এক্ষেত্রে সুদ ভিত্তিক লোন গ্রহণ বিষয়ক পূর্বে উল্লিখিত যাবতীয় শরীয়াহ নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।

ঘ. উক্ত সুদের অংশ ভোগ-ব্যবহারের ব্যাপারে কোনও প্রকার হিলা বা কৌশলের আশ্রয় নেয়া যাবে না। এর দ্বারা ট্যাক্স আদায় করা যাবে না। কোম্পানির কোন প্রকার প্রচারণায় তা ব্যবহার করা যাবে না।

ঙ. এদেশের প্রচলিত ইসলামী ধারার বিনিয়োগ খাত (ইসলামী ব্যাংকের ডিপোজিট, সুকুক, ইসলামিক সিকিউরিটিজ) থেকে যে রিভিনিউ আসে তা সন্দেহ পূর্ণ হওয়ার কারণে সতর্কতা হিসেবে শারিয়াহ অ-অনুমোদিত ইনকামের অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। এটা সাময়িক সিদ্ধান্ত। পরবর্তীতে অবস্থার উন্নতি হলে কিংবা ব্যতিক্রম কিছু প্রমাণিত হলে শারিয়াহ বোর্ড ভিন্ন মতামত প্রকাশ করবে।

প্রকাশ থাকে যে, বিশ্বের সবকটি শরীয়াহ মেথডোলজিতে-পিউরিফিকেশনের ব্যাপারে একমত।

পিউরিফিকেশন মেথডোলজি

পিউরিফিকেশন রেশিও বের করার পদ্ধতি:- ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে হারাম আয়ের পরিমাণ (পিউরিফিকেশন রেশিও) প্রথমে বের করবে। এরপর শেয়ার আনুপাতিক হারে পিউরিফিকেশন রেশিও অনুযায়ী হারাম আয় সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে দিতে হবে।

৪.০৫. তরল এ্যাসেট প্রসঙ্গে:

সাধারণত সেকেন্ডারী মার্কেটে শেয়ারের ফেইস ভ্যালুর চেয়ে কম-বেশিতে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এক্ষেত্রে অধিকাংশ শরীয়াহ স্কলার ও শরীয়াহ বোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গি হল-

কোম্পানির যাবতীয় এ্যাসেট তরল হলে, কম-বেশিতে ক্রয়-বিক্রয় কখনও সুদ হয়, কখনও ঋণের অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় হয়। কারণ প্রত্যেক শেয়ার বিপরীতে নগদ অর্থ ও ঋণের যে পরিমাণ আসে, যদি শেয়ারের মোট মূল্য তার সমান বা তার চেয়ে কম হয়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয়টি সুদ বা ঋণ ক্রয়-বিক্রয়ের অবৈধ পন্থার সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। এ জন্য তাঁরা-এক্ষেত্রে অতরল এ্যাসেটের (non-liquid) উপস্থিতি আবশ্যক করেছেন। যথা-

- মুফতি তাকী উসমানী সাহেব বলেছেন- প্রত্যেক শেয়ার বিপরীতে নগদ অর্থ ও ঋণের যে পরিমাণ আসে, যদি শেয়ারের মোট মূল্য তার সমান বা তার চেয়ে কম হয়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। যেমন, দশ টাকার শেয়ারে আট টাকার বিপরীতে যদি নগদ অর্থ ও ঋণ হয়, আর মাত্র দুই টাকা হয় স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে। তাহলে ঐ শেয়ারের বিক্রয় ৮ টাকা বা তার চেয়ে কম দামে বিক্রয় জায়েয হবে না। কারণ, তখন বাকি ২ টাকার বিপরীতে স্থাবর সম্পত্তি বিনিময়হীন থেকে যায়। পক্ষান্তরে যদি ৯ টাকা বা এর চেয়ে বেশি দামে বিক্রয় হয়, তবে সেটা বৈধ। তখন অতিরিক্ত এক টাকা (যদি নয় টাকায় বিক্রি হয়)-এর বিপরীতে স্থাবর সম্পত্তি আসবে। একে ফিকহের ভাষায় 'মাদ্দে আজওয়া' বলা হয়। বা 'সাইফুল মুহাল্লা বিয-যাহাব' বলা হয়।
- একই কথা বাংলাদেশের সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড (সিএসবিআইবি) বলেছেন। তাঁদের ভাষ্য-
'কোনও কোম্পানির শেয়ার ফেস ভ্যলুর চেয়ে কম/বেশিতে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেতে কোম্পানির সম্পদের অন্তত কিছু অংশ অতরল (non-liquid) আকারে থাকা আবশ্যক। নতুবা তা ফেস ভ্যালুতেই ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে। কোম্পানির যে অংশটুকু ঋণ বা তরল আকারে আছে তার সমান বা তার চেয়ে কম মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। কারণ ঋণ/তরল অংশটুকু 'মালে রিবাবীর'র শ্রেণীভুক্ত, যা কোনও ক্রমেই কম মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না'।

- এস এন্ড পি (আর আই) শরীয়াহ মেথডোলজিতে বলা হয়েছে-কোম্পানির ‘একাউন্টস রিসিভেবলস’ অবশ্যই কোম্পানির টোটাল ইক্যুয়িটির মার্কেট ভ্যালুর (৩৬ মাসের গড় হিসাবে) চেয়ে ৪৯% কম হতে হবে।

- সিএসই (থাসিস) শরীয়াহ মেথডোলজিতে বলা হয়েছে-নগদ ক্যাশ বা তরল সম্পদের পরিমাণ কোম্পানির টোটাল সম্পদের সর্বোচ্চ ৯০ % এর মধ্যে থাকতে হবে।

- শরীয়াহ এ্যাডভাইজরি কাউন্সিল, মালয়েশিয়া বলেছে, কোম্পানির ক্যাশের পরিমাণ কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটে বিপরীতে ৩৩% এর নিচে থাকতে হবে।

- জেদ্দাহ ফিকহ একাডেমির শারিয়াহ মেথডোলজি অনুযায়ী কোম্পানির লিকুইড এ্যাসেটের পরিমাণ কোম্পানির ট্রানজিবল ও ইনট্রানজিবল এসেডের তুলনায় কম হওয়া। অর্থাৎ কোম্পানির লিকুইড এ্যাসেট ৪৯ শতাংশ বা তার চেয়ে কম হওয়া।

  অথবা বলুন অতরল এ্যাসেটের পরিমাণ ৫১% বা এর বেশি হতে হবে। (রেজুলেশন নং: (৫) ৪/৮/৮৮, শিরোনাম: সানাদাতুল মুকারাযা ওয়া সানাদাতুল ইছতিছমার। ধারা: ০২, আলআনসারুস ছালিছ, জিম, কারারাতুল মাজামে, পৃ.১৪, ফিকহুল বুয়ূ, খ.২, পৃ.৬৯৫-৬৯৬।)

  FTSE Shariah Index ও কাছাকাছি কথা বলেছে-একাউন্টস রিসেভেবলস ও ক্যাশ কোম্পানির টোটাল এ্যাসেটের ৫০% এর কম থাকতে হবে।

- লাজনাতু দাইমা লিল বুহুস ওয়াল ইফতার সিদ্ধান্তও অনুরূপ। (ফতোয়া নং: ৪০১৬)

- ড.ইমরান আশরাফ উসমানী বলেছেন-তরল এ্যাসেটের পরিমাণ টোটাল এ্যাসেটের তুলনায় ৮০% এর অধিক না হতে হবে। (ইসলামী ব্যাংকারী কা এক তাআরুফ, মাওলানা ইমরান আশরাফ উসমানী।)

- মিযান বলেছে- টোটাল এ্যাসেটের বিপরীতে অতরল এ্যাসেট অন্তত ২৫% থাকতে হবে। এখানে এ্যাসেট দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন এ্যাসেট যা বৈধ। পাশাপাশি তারা এও বলেছে-প্রতি শেয়ারের মার্কেট প্রাইজ- কোম্পানির টোটাল তরল এ্যাসেটের ভ্যালু থেকে অধিক হতে হবে। যেমনটি মুফতি তাকী উসমানী সাহেব বলেছেন। এটি হিসাব করবে এভাবে-

(Total Assets – Illiquid Assets – Total Liabilities) divided by number of shares.

- Dow Jones Islamic Market Indices (March 2022) গ্লোভাল (আর আই) বলেছে-কোম্পানির রিসিভেবলস তার মাসিক মার্কেট ক্যাপ অনুযায়ী ৩৩ % এর নিচে থাকতে হবে।
- S&P Shariah Indices (July 2022) গ্লোভাল (আর আই) বলেছে-৩৬ মাসের এ্যাভারেজে কোম্পানির মার্কেট ক্যাপের তুলনায় তার রিসিভেবলস ৪৯% এর কম থাকতে হবে।
- MSCI ISLAMIC INDEX SERIES METHODOLOGY (May 2019) বলেছে-কোম্পানির রিসিভেবলস ও ক্যাশ কোম্পানির এ্যাসেটের ৪৯% এর বেশি না হতে হবে।

- এর বিপরীতে কেউ কেউ মনে করেন-কোম্পানির মূল কারবার হালাল হলে, সুদ ভিত্তিক বিনিয়োগ বা ঋণ ক্রয়-বিক্রয় প্রবল না হলে-এসব কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা যাবে। তার তরল এ্যাসেটের পরিমাণ, রিসিভেবলস কেমন আছে, কতটুকু আছে-এসব দেখার প্রয়োজন নেই। কারণ, সাধারণত কোম্পানি ফান্ড নিয়ে কাজ শুরু করে দেয়। যেমন, সরকারী অনুমোদন গ্রহণ করে, অফিস ভাড়া করে, লোক নিয়োগ দেয়। এরকম প্রাথমিক অবস্থায় থাকাকালিনও তার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। আমরা পূর্বে বলেছি-প্রচলিত কোম্পানির শেয়ার ক্রয় মানে শিরকাতুল ইনানের মতো সরাসরি কোম্পানির এ্যাসেটে প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং কোম্পানির লিগ্যাল এন্টিটির মাধ্যমে কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করে। (ড. শুবাইলি, ২/৪১)

- একই কথা বলেছে-এ্যাওফি তাদের সর্বশেষ ৫৯ নং শরীয়াহ মাণদণ্ড 'বাইউদ দাইন' (Sale of Debt) এর ধারা: ৮/১। তাঁরা বলেছেন-কোম্পানির মূল কাজ হালাল হলে, যেমন, আমদানী, রপ্তানী, ক্রয়-বিক্রয়, কৃষি, ইসলামী ব্যাংকিং ইত্যাদি, একটি চলমান ব্যবসায়িক কার্যক্রম। এর পাশাপাশি তার ঋণ/পাওনা (রিসিভেবলস) আছে। তাহলে এ ধরনের ঋণ কোম্পানীর মূল না হয়ে অনুগত হওয়ায়-তার ধর্তব্য হবে না। সুতরাং ঋণের বিবেচনায় না নিয়ে এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে।

আমাদের দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে ড. শুবাইলি ও এ্যাওফির বক্তব্য অনুসরণ করা যায়। তবে মতভেদ থেকে মুক্ত থাকতে সতর্কতার জন্য 'একাউন্টস রিসেভেবলস কোম্পানির টোটাল ইক্যুয়িটির মার্কেট ভ্যালুর (৩৬ মাসের গড় হিসাবে) চেয়ে ৪৯% এর কম থাকতে হবে।' তা গ্রহণ করাই শ্রেয়।

৫.০ ফটকাবাজি না হওয়া

শেয়ারের ক্রয় বিক্রয়ে দেখতে হবে, শেয়ারগুলো কোম্পানির মূলানুগ আছে কি না। বাজার অতিমাত্রায় প্রভাবিত হয়ে আছে কি না। কারণ অতি মাত্রায় স্পেকুলেশনে থাকলে তা Gambling বা জুয়ার সাথে সাদৃশ্যতা সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় এ ধরনের শেয়ার লেনদেন বৈধ হবে না। এক্ষেত্রে যা করতে হবে-
ক. নিজেরা অতি মাত্রায় স্পেকুলেশন করবে না। খ. স্পেকুলেশন হচ্ছে-এমন শেয়ারও ক্রয় করবে না।
প্রকাশ থাকে যে, স্পেকুলেশন-নানাভাবে হয়ে থাকে। সাধারণত স্টক ক্রয় করে, দাম বৃদ্ধি হলে বিক্রয় করে দেয়া-এটিও স্পেকুলেশন। তবে এতে সমস্যা নেই। আবার কখনও দেখা যায়-এ পরিমাণ স্পেকুলেশন হয় যে, শেয়ারের সাথে কোম্পানির মূলানুগ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে-এমন পরিস্থিতি মূলত অর্থনৈতিক ও শরীয়াহ উভয় দিক থেকে নিষিদ্ধ। সর্বোপরি এটি সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে।[10]

আইপিও মার্কেট:

আইপিও শেয়ার ক্রয়ের অর্থ হল-(শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে) কোম্পানির ব্যবসায় সরাসরি শরীক বা অংশীদার হওয়া। এক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত ০৭টি নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে। তবে কোম্পানির সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে একটু ভিন্নতা আসবে। তা হল-

এক্ষেত্রে আল-রাজেহী শরীয়াহ বোর্ডের বক্তব্য অর্থাৎ কোম্পানির সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ তার টোটাল এ্যাসেটে বিপরীতে ২৫% এর অধিক হবে না- অধিক সতর্কতাপূর্ণ। কোম্পানির প্রকাশিত প্রসপেক্টাস থেকে তা জানা যাবে।

তবে আইপিওতে আসা কোম্পানিগুলো যেহেতু অনেকাংশেই ঋণী থাকে। তাই অন্যান্য ফিকহি ফোরামের বক্তব্যের আলোকে কোম্পানির সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ তার টোটাল এ্যাসেটে বিপরীতে ৩৩% এর অধিক হবে না-ক্ষেত্র বিশেষ সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ মতামতের আলোকে সাময়িকভাবে এ মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য এখানে শুধুমাত্র সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। শারিয়াহ সম্মত পদ্ধতিতে কোন কোম্পানি বিনিয়োগ গ্রহণ করলে তা উল্লেখিত হিসাবের বাহিরে থাকবে।

তদ্রূপ তরল এ্যাসেট, রিসিভেবলস স্ক্রিনিং মেথড এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। ফটকাবাাজির বিষয়টিও আসবে না। এছাড়া বাকি বিষয়গুলো যেভাবে পূর্বে আলোচনা হয়েছে, তা প্রযোজ্য হবে।

[10] কিতাবুল নাওয়ায়েল, খ.১১,পৃ.২০৩

প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন:- কোম্পানির শেয়ার উপরোল্লিখিত নির্দেশনার আলোকে শারিয়াহ কমপ্লায়েন্স থাকা অবস্থায় কেনার পর যদি পরবর্তীতে কোম্পানির সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ কোম্পানি শেয়ারের মার্কেট ক্যাপের ২৫% থেকে বেড়ে গেলে সেক্ষেত্রে করনীয় কি?

উত্তর:-কোম্পানির যদি ঋণ ভিত্তিক কোন ব্যবসা না হয় বরং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ব্যবসা করা অবস্থায় যদি সাময়িক কারণে ঋণ গ্রহনের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে ৩৩% পরিমাণ সহনীয় মাত্রায় ধরা হবে। ঋণ গ্রহণের পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হয়ে গেলে বিষয়টি শারিয়াহ বোর্ডকে অবগত করতে হবে। বোর্ড সার্বিক পরিস্থিতি ও অবস্থা বিবেচনা করে শারিয়াহ সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

৬.০ শেষ কথা, কোনও প্রতিষ্ঠান যখন এই ঘোষণা প্রদান করে, সে শরীয়াহসম্মত উপায়ে লেনদেন করবে, তার প্রদেয় মুনাফা হালাল হবে-তখন তার দায়-দায়িত্ব অনেকগুণ বেড়ে যায়। তাকে ব্যবসায়িক প্রতিটি সিদ্ধান্ত ব্যবসা ও অর্থনীতির পাশাপাশি শরীয়াহ সচেতনতার সাথেও গ্রহণ করতে হয়। তাই কোনও ভাবে যেনো শরীয়াহ লঙ্ঘন না হয়, এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে-শরীয়াহর সর্বোত্তম পদ্ধতিটি গ্রহণ করা। কখনও ছাড় পর্যায়ের শরীয়াহ গ্রহণ করতে বাধ্য হলে, এর থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

আর এখানে যেসব ছাড় বা সুযোগের কথা বলা হয়েছে-এগুলো পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে, এগুলোই শরীয়াহ মূল দাবি-এমনটি নয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে শরীয়াহর সাথে ব্যবসা নিশ্চিত করার তাওফিক দিন।

-শরীয়াহ বোর্ডের পক্ষে

(মুফতি) যুবায়ের আব্দুল্লাহ (সিএসএএ)

শরীয়াহ সদস্য: EDGE আল-আমিন শারিয়াহ কনজিউমার ফান্ড

শরীয়াহ নিরীক্ষণ: মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম (সিএসএএ)

শরীয়াহ সদস্য: EDGE আল-আমিন শারিয়াহ কনজিউমার ফান্ড